উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, নাটোর	
ডিটিও	জরুরি
এডিডি (শস্য/পিপি/উদ্যান)/কৃষি প্রঃ	আলাপ করুন
আশরাফুল/মোজাম্মেল/হাবিবুর/জাহিদ (এসএএও)	উপস্থাপন করুন
প্রঃ সহঃ/ব্যক্তিঃ সহঃ/গুদামরক্ষক/অফিস সহঃ/ক্যাশিঃ/সহঃ মেকানিক	উপজেলায় প্রেরণ করুন
পত্র নং ৩৭৭	
তারিখ ১১/০৩/২৪	উপপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"চৈত্র -১৪৩০ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" শীর্ষক** লিফলেট এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো । এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: **" চৈত্র -১৪৩০** মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" -১ (এক) পাতা।

০৭/০৩/২৪
পরিচালক
সরেজমিন উইং
ফোনঃ ৫৫০২৮৪০৩
০৭/০৩/২৪

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩(৩য় অংশ)/ ২৮৭

তারিখ: ০৭/০৩/২০২৪খ্রি.

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১।পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হর্টিকালচার উইং /প্রশিক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং / ক্রপস উইং / পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২।পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর... (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

<u>অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ</u>

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
৫। অফিস কপি।

" কৃষিই সমৃদ্ধি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়,
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর।
Email: ddnatore@yahoo.com

স্মারক নং ঃ১২.০১.৬৯০০.০০০.৯৯.০০৪.২৪ ৩৭৭ (৮)

তারিখ ঃ ১১/০৩/২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ

১। উপজেলা কৃষি অফিসার, নাটোর সদর/ নলডাঙ্গা/ সিংড়া/ গুরুদাসপুর/ বড়াইগ্রাম/ লালপুর/ বাগাতিপাড়া, নাটোর । পত্রের মর্মানুযায়ী এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার উপজেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১১/০৩/২৪
(মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ)
উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর

<u>অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ</u>

চৈত্র মাসে কৃষকভাইদের করণীয়

বাংলা বছরের শেষ চৈত্র মাস। এ মাসে রবি ফসল ও গ্রীষ্মকালীন ফসলের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম একসাথে করতে হয় বলে কৃষকের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সুপ্রিয় কৃষিজীবি ভাইবোন, কৃষিতে আপনাদের শুভ কামনাসহ সংক্ষিপ্ত শিরোনামে জেনে নেই এ মাসে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো:

বোরো ধান

- দেরিতে চারা রোপণকৃত ধানের চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া দিয়ে থাকলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে না। সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। জমিতে যদি সালফার ও দস্তা সারের অভাব থাকে এবং জমি তৈরির সময় এ সারগুলো না দেয়া হয়ে থাকে তবে ফসলে পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ পরীক্ষা করে একর প্রতি ৩ কেজি হারে সালফার ও দস্তা সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ধানের কাইচ থোড় আসা থেকে শুরু করে ধানের দুধ আসা পর্যন্ত ক্ষেতে ৩-৪ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে।
- পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাই মুক্ত রাখতে হবে। এ সময় ধান ক্ষেতে উফরা, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া ও টুংরো রোগ দেখা যেতে পারে। জমিতে উফরা রোগ দেখা দিলে যেকোন কৃমিনাশক যেমন রাগবী একর প্রতি ৬ কেজি জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ব্লাস্ট, রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে এবং অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন নাটিভো/ স্ট্রমিন/ ব্যাবিজল/ ট্রুপ/ ফিলিয়া অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে পাতা পোড়া রোগ হলে অতিরিক্ত বিঘা প্রতি ৫ কেজি হারে এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং ব্যাকটাফ অথবা কপার ব্লু অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। ধানের খোলপোড়া রোগ দেখা দিলে নাভারা/ এমিস্টার টপ/ ট্রুপ অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। টুংরো রোগ দমনের জন্য এর বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

গম

- চৈত্র মাসের প্রথম থেকে মধ্য চৈত্র পর্যন্ত গম সংগ্রহ করতে হয়। গম সংগ্রহের কাজটি করতে হবে সকাল বেলা রৌদ্রজ্জ্বল দিনে। গম পেকে গেলে কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো বীজ ছায়ায় ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের ড্রাম, টিনের পাত্র, রং/ আলকাতরা দেয়া মাটির কলসি ইত্যাদিতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ভুট্টা

- ভুট্টার জমিতে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতার রং কিছুটা হলদে হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে। বৃষ্টি শুরু হবার আগে শুকনো আবহাওয়ায় মোচা সংগ্রহ করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা চাষ করতে চাইলে এখনই বীজ বপন করতে হবে।

পাট

- চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত পাটের বীজ বপন করা যায়। পাটের ভালো জাতগুলো হলো ও-৯৮৯৭, বিজেআরআই তোষাপাট-৪, বিজেআরআই তোষাপাট-৫, বিজেআরআই তোষাপাট-৬, বিজেআরআই তোষাপাট-৮, বিজেআরআই দেশীপাট -৫, বিজেআরআই দেশীপাট-৬ বিজেআরআই দেশীপাট -৭ এবং লবণাক্ত সহিষ্ণু বিজেআরআই দেশীপাট-৮। স্থানীয় বীজ ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করে জাতগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। সারিতে বুনলে প্রতি শতাংশে ১৭ থেকে ২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বুনলে ২৫-৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য মাঠ ফসল ও শাক সবজি

- রবি ফসলের মধ্যে চিনা, কাউন, আলু, মিষ্টি আলু ,চিনাবাদাম, পেঁয়াজ, রসুন যদি এখনো মাঠে থাকে, তবে দেরি না করে তুলে ফেলতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজ বপন বা চারা রোপণ শুরু করতে হবে। এসময় গ্রীষ্মকালীন টমেটো, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, ঢেঁড়স, বেগুন, করলা, ঝিঙা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাঁকরোল, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, পুঁইশাক ইত্যাদি সবজি চাষ করতে পারেন । পেঁপের চারা রোপণ করতে পারেন এ মাসে। কলা বাগানের পার্শ্ব চারা, মরা পাতা কেটে দিন।

গাছপালা

- আম গাছে হপার পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি ল্যামডা-সাইহেলোথ্রিন (রীভা)/ ডেলটামেথ্রিন (ডেসিস) ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- এ সময় আমে পাউডারি মিলডিউ ও অ্যানথ্রাকনোজ রোগ দেখা দিতে পারে। টিল্ট-২৫০ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা অনুমোদিত ছত্রাকনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- কুল গাছের ফল সংগ্রহের পরপরই ডাল ছাঁটাই করতে হবে।
- বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় মাটি ও জৈব সার প্রয়োগ করতে পারেন।
- নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্য বনজ গাছের বীজ বপন করতে পারেন।
- এ মাসে সজিনার ডাল কেটে সরাসরি বপন করতে পারেন।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।